দৈনিক জনকণ্ঠ

০৮/৩/২০০১

তারিখ ... ...
পৃঃ ... ৭ ... কলাম ... ৩ ......

ফল বিপর্যয়–নকল প্রবণ কলেজগুলোতে গণফেলের রেকর্ড

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্যে প্রকাশিত এইচএসসির ফল বিপর্যয় নিয়ে সারা দেশে চলছে আলোচনা-সমালোচনা, চাপাকান্না ও হা-হুতাশ। বিশেষ করে মফস্বলের নকলপ্রবণ কলেজগুলোতে গণফেলের ঘটনা এবার রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। পাস করা মাত্র ২৬ দশমিক ১১ ভাগ ছাত্রছাত্রীর বেশিরভাগই রাজধানী ও জেলা শহরের সরকারী, ক্যাডেট, পাবলিক ও নামীদামী কলেজের। নকলের মহোৎসব কমাতে গিয়ে কড়াকড়ি ও প্রশ্নের ধরন পরিবর্তনে স্মরণকালের এই ফল বিপর্যয় পড়াশোনা ও পাবলিক পরীক্ষাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তবে বোর্ড কর্মকর্তারা বলছেন, 'দুষ্টু বলদের চেয়ে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল'। নকলের সুযোগ দিয়ে পাশের হার বাড়ানোর চেয়ে নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হলে এবং তাতে পাশের হার আরও কমে গেলেও ক্ষতি নেই বলে তাঁদের অভিমত।

'৯৬ সালের পর গত পাঁচ বছরে পরীক্ষার ফল কখনও এত খারাপ হয়নি। গত বছরও (২০০০) এইচএসসিতে পাসের গড় হার ছিল ৩৭ দশমিক ০৩ ভাগ। সর্বশেষ '৯৬ সালে পাস করেছিল ২৪

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

ফল বিপর্যয়–নকল প্রবণ

(প্রথম পাতার পর)

[illegible] দশমিক ৭৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী। এ বছর যে ২৬ দশমিক ১১ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করেছে, তার মধ্যে মেয়েদের পাসের হার বেশি। ছেলেদের পাসের হার যেখানে ২৫ দশমিক ৯৩ ভাগ সেখানে মেয়েদের পাসের হার ২৭ দশমিক ৬৭ ভাগ। সাত বোর্ডে মোট ১৬৮টি মেধাতালিকা দখল করেছে মেয়েরা।

রাজধানীর চেনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘুরেফিরে এবারও ভাল ফল করেছে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় খারাপ ফল করেছে ঢাকা কলেজ, হলিক্রস কলেজ, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজসহ কয়েকটি নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকার বাইরে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ তুলনামূলক খারাপ করেছে। এসব কলেজে পাসের হার ভাল হলেও মেধাতালিকায় অবস্থান খুবই গুরুত্বহীন বা একেবারেই নেই। একসময় মেধা তালিকায় জয়জয়কার আইডিয়াল কলেজের অবস্থা এবার একেবারেই শূন্য ও শোচনীয়। ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ যেখানে গতবছরও মানবিকের মেধা তালিকায় প্রথমসহ পাঁচটি স্থান অধিকার করেছিল, সেখানে এবার কেবল মানবিকে ১৫তম স্থান পেয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ কেবল বিজ্ঞানে প্রথম এবং মানবিকে ত্রয়োদশ ও বিংশতম স্থান পেয়ে মেধা তালিকায় কোনমতে অস্তিত্ব ধরে রেখেছে। রাজধানীর তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি বিভাগে(মানবিকে ভিকারুননিসা, বিজ্ঞানে নটর ডেম ও বাণিজ্যে সিটি কলেজ) ভাল ফল করেছে। মানবিকের মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ ১১টি স্থান দখল করেছে ভিকারুননিসার ছাত্রীরা। এ ছাড়া বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় ভিকারুন নিসার ছাত্রীরা আটটি স্থান দখল করেছে। বাণিজ্যও দু'টি স্থান এই কলেজের দখলে। বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় সবচেয়ে ভাল করেছে নটর ডেম কলেজ। দ্বিতীয় স্থানসহ মেধা তালিকার ১১টি স্থান দখল করেছে নটর ডেমের ছাত্ররা। এ ছাড়া মানবিকে নটর ডেম কলেজ পেয়েছে তিনটি স্থান। বাণিজ্যের মেধা তালিকায় বাজিমাত করেছে ঢাকা সিটি কলেজ। বাণিজ্যের মেধাতালিকায় ১৪টি স্থান দখল করেছে এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্যের মেধা তালিকায় প্রথমসহ পাঁচটি স্থান দখল করেছে।

ঢাকার বাইরে কুমিল্লা বোর্ডে অজপাড়াগাঁয়ের আব্দুল মজিদ কলেজ নজরকাড়া ফল করেছে। কুমিল্লা বোর্ডের তিন বিভাগের মেধা তালিকায় ১৮টি স্থান অধিকার করেছে এই কলেজের শিক্ষার্থীরা। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ১৮ দশমিক ২৭ ভাগ হলেও আব্দুল মজিদ কলেজের পাসের হার শতকরা ৫৬ ভাগ। এ ছাড়া কুমিল্লা বোর্ডে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকায় ১২টি এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ ১০টি স্থান অধিকার করেছে।

নবগঠিত সিলেট বোর্ডে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ২৩টি স্থান দখল করে মেধা তালিকায় একচেটিয়া প্রাধান্য বজায় রেখেছে। মেধা তালিকায় মদনমোহন কলেজ ছয়টি এবং সিলেট গবঃ গার্লস কলেজ ১১টি স্থান দখল করেছে।

রাজশাহী বোর্ডে মেধা তালিকায় তিনটি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। তিন বিভাগের মেধা তালিকায় রাজশাহী ক্যাডেট সাতটি, রংপুর ক্যাডেট ছয়টি এবং পাবনা ক্যাডেট সাতটি স্থান দখল করেছে। এছাড়া বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ১২টি স্থান অধিকার করে মেধা তালিকায় শীর্ষে রয়েছে।

চট্টগ্রাম বোর্ডের মেধাতালিকায় ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের জয়জয়কার। তিন বিভাগেই এই কলেজের সমান আধিপত্য। বিজ্ঞানে পাঁচটি, বাণিজ্যে ১৬টি এবং মানবিকে ছয়টিসহ মোট ২৭টি স্থান ইস্পাহানী কলেজের দখলে। মেধা তালিকায় ফৌজদর হাট ক্যাডেট কলেজ ১৩টি এবং চট্টগ্রাম কলেজ ২০টি স্থান অধিকার করেছে।